নারী-পুরুষ সমতা, নারীপ্রধান পরিবার বৃদ্ধি ও মাঠ পর্যায়ের পর্যালোচনা

বিনয় দত্ত

আমাদের সমাজের মানুষ কি আদৌ নারী-পুরুষ সমতায় বিশ্বাসী? বা যে ধরনের সমতার কথা আমরা কাগজে-কলমে বলি তা কি বাস্তবে মেলে? আমাদের চারপাশে তাকালেই এর উত্তর মিলবে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কাগজ-কলমের সেই বিষয়টির দেখা এখন মিলছে। কীভাবে তা আলোচনার বিষয়।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন–

> জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
> সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারী।

উল্লিখিত কথাটি বহুলাংশে প্রযোজ্য রাজধানী উত্তরার উত্তরখানের রাবেয়ার ক্ষেত্রে। রাবেয়া তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বছরসাতেক আগে তার স্বামী তালেব মিয়া সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। রেখে যান দুটি পেট। সেই পেটের একটি রাবেয়ার অপরটি তার মেয়ে কুলসুমের। তালেব মিয়া মারা যাওয়ার সময় কুলসুমের বয়স ছিল দেড় বছর। দেড় বছরের কুলসুমকে সাথে নিয়ে রাবেয়ার পেছনে তাকানোর কোনো উপায় ছিল না। কারণ সকাল পেরিয়ে রাত হলেই কুলসুমের ক্ষুধা মেটাতে হবে। এইসব চিন্তা করে রাবেয়া আর বাসায় বসে থাকেন নি।

শুরুতে অল্পকিছু ডিম নিয়ে রাবেয়া পাড়া-মহল্লায় বিক্রি শুরু করেন। সেই বিক্রিকৃত ডিমের লাভ থেকে কিছু টাকা জমিয়ে রাবেয়া বড়ো কিছু করার স্বপ্ন দেখেন। জমাকৃত লাভের টাকা দিয়ে রাবেয়া একটা দোকান নেন। সেই দোকানে বাকিতে মালামাল নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও এখন রাবেয়া একটা বড়ো ডিমের দোকানের মালিক। মুরগি, হাঁস, কবুতরসহ কোয়েল পাখির ডিম এনে উত্তরখানে বিভিন্ন দোকানে সাপ্লাই দেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর রাবেয়া একরকম অনিচ্ছাতেই পরিবারের হাল ধরলেও এখন রাবেয়া পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী। গোটা পরিবার রাবেয়া একাই চালান।

তালেব মিয়া মারা যাওয়ার পরে রাবেয়ার উপার্জনের পথে নামাটা সবাই ভালোভাবে নেয় নি। সেই সময় কত কটুকথাই যে তাকে শুনতে হয়েছে তার শেষ নেই। কিন্তু রাবেয়া থেমে যান নি, এগিয়ে গিয়েছেন। সবার কটুকথা শুনলে রাবেয়াকে না খেয়ে থাকতে হবে। এই উপলব্ধিই রাবেয়াকে ঘর থেকে বাইরে এনে স্বাবলম্বী করেছে।

শুধু রাবেয়া নয়, রাবেয়ার মতো অনেক নারীই আজ স্বাবলম্বী হয়েছে। প্রয়োজনীয়তা রাবেয়ার মতো নারীদের স্বাবলম্বী হতে বাধ্য করেছে। বছরকয়েক আগেও নারীদের এরকম স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প শোনা যেত না। এখন নারীদের স্বাবলম্বিতা বা নারীপ্রধান পরিবারের গল্প অহরহ শোনা যাচ্ছে।

নারীদের উপার্জনে চলছে গোটা পরিবার বা একজন নারীর ওপর নির্ভর করে টিকে আছে অসংখ্য মানুষ। কারণ সরকারি পর্যায়ে নারীদের স্বাধীনতার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.

শুধু দোকানপাট নয়, সকল ক্ষেত্রে আমাদের নারীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। হোটেল, সিমেন্ট, বিউটি পার্লার, চাতাল, বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা, রেস্টুরেন্ট, সিরামিকস, ইটভাটা, নির্মাণ, চা বাগান, গৃহকর্ম, পোশাক খাত থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই নারীদের অবদান প্রশংসনীয়। অর্থনীতিতে নারীর অবদান এখন আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৭ সালের জরিপ অনুযায়ী, প্রতি ১০০টি পরিবারের মধ্যে ১৪টি পরিবারের প্রধান এখন নারী। জরিপের ফলাফল থেকে আরো জানা যায় যে অল্প বয়সী মেয়েরাও এখন পরিবারের হাল ধরছেন।

জরিপের তথ্যানুযায়ী, নারীপ্রধান পরিবারের ৮৪.৮ শতাংশের প্রধান হয় বিধবা, নয়ত স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে। অন্যদিকে ১৪ শতাংশ পরিবারের প্রধান অবিবাহিত নারী। যেসব নারী পরিবারের হাল ধরেছেন, তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে। বিভাগটিতে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা ২১.৫ শতাংশ। তার পরেই রয়েছে সিলেট বিভাগ। তথ্যানুযায়ী, ২০১৩ সাল থেকে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান মোহসিনা হোসাইন মনে করেন, 'আগে নারীদের শুধু ঘর গৃহস্থালির কাজে নিয়মিত দেখা যেত, এই প্রেক্ষাপট এখন পরিবর্তিত হয়েছে। এখন একজন নারী যেমন বাইরে পুরুষের সমকক্ষীয় হয়ে শ্রম দিচ্ছেন, তেমনি পুরো পরিবার একহাতে সামলে নিচ্ছেন। এটি পরিবারে নারীর ক্ষমতায়নের একটি বড় অগ্রযাত্রা।'

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমানে দেশের এক কোটির বেশি মানুষ মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছেন, যাদের পরিবার সামলাচ্ছেন পরিবারের নারী সদস্যরা। সেই হিসেবেও নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। আরেকটা বিষয় হলো, নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের উৎসাহের কারণে গোটা দেশের নারীদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে, বিশেষ করে পোশাক খাতে। সে ক্ষেত্রেও তারা পরিবারের দায়িত্ব নিচ্ছেন। এ ছাড়া, পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি বাঁচেন এই বিষয়টিও ছোট একটি কারণ হতে পারে, যেজন্য দেশে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে।

নারীপ্রধান পরিবার বা পরিবারের প্রধান কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসেবে তাদের অবস্থান তৈরি করাটা সহজ ছিল না। অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা আজকের এই অবস্থানে এসেছে। শুধু নারীপ্রধান পরিবারই নয়, নারীর একক সাফল্যে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও তৈরি হচ্ছে বর্তমানে।

নারীরা পরিবারের প্রধান হবেন বিষয়টি এখনো সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়। তাই অনেক নারী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী হিসেবে পরিচিতি পেতে চান না। কাজেই নারী পরিচালিত পরিবারের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে বলে মনে করেন কয়েকজন নারীকর্মী। শুধু পরিবারের প্রধান

উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়াই নয় বরং দেশের বড়ো বড়ো শিল্পখাতও এখন নারীর ওপর নির্ভর করে আছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার দ্বিতীয় বৃহৎ খাত হলো পোশাকশিল্প। দেশে এবং দেশের বাইরের সব জায়গায় বাংলাদেশের পোশাক খাতের বেশ সুনাম রয়েছে। আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো তৈরি পোশাক। পোশাক রপ্তানি করে আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ৮০ শতাংশের বেশিই নারী। একরকম বলা চলে, নারী শ্রমিকদের ওপর ভিত্তি করেই চলে এই পোশাক খাত।

৩.

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন নারী। তৃণমূল পর্যায়েও নারীর ক্ষমতায়ন এখন বিস্মিত হওয়ার মতো। নারীশিক্ষার প্রসার, উচ্চশিক্ষার সুযোগ, একই সাথে নারীর নতুন কর্মক্ষেত্র নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে। দেশের প্রতিটি খাতে এখন নারীদের সফল পদচারণা। শিক্ষিত নারীদের পাশাপাশি অল্পশিক্ষিত ও শিক্ষাবঞ্চিত নারীরাও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এবং নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সমাজে এর প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে দ্রুততার সাথে।

যে নারীকে আগে ঘরবন্দি করে রাখার ইচ্ছা ছিল পরিবারের, সেই নারীরাও আজ নিজের ইচ্ছায় ঘর থেকে বেরিয়ে পরিবারের হাল ধরছেন। এই অগ্রযাত্রা টিকিয়ে রাখতে পারলে নারীর ক্ষমতায়নের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের নাম সকলেই জানবে।

নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমতার বিষয়েও সবাই নজর দিচ্ছে। এখন নারী শুধু গৃহলক্ষ্মী বা পটের বিবি নয়, নারী এখন শক্তি, সমতা ও ক্ষমতায়নের সমার্থক শব্দ। আগে সমাজ নারীদের গৃহলক্ষ্মী হিসেবেই দেখতে চাইত। সেই সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রয়োজনের তাগিদে নারীরা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ শুরু করেছে। এখন আর নারীদের কাজ করাটা কেউ খারাপ চোখে দেখে না। একজন নারী নিজের দক্ষতা, যোগ্যতা দিয়ে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক।

মিরপুরের দশ নম্বর গোলচত্বরের বাসিন্দা আম্বিয়া খাতুন। অল্পবয়সেই আম্বিয়ার বিয়ে হয়েছিল। আম্বিয়ার স্বামী রফিক একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত। সেই প্রতিষ্ঠানের অর্থ চুরির দায়ে রফিকের চাকরি চলে গেলে রফিক পরিবারে অশান্তি শুরু করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অজুহাতে আম্বিয়ার সাথে খারাপ আচরণ করা শুরু করে। আম্বিয়া মুখ বুজে সহ্য করত কারণ তার বাইরের জগৎ ও কর্মপরিবেশ সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল না। একসময় রফিক আম্বিয়ার গায়ে হাত তোলা শুরু করে। একদিন, দুইদিন সহ্য করতে করতে একসময় আম্বিয়া রাগে ক্ষোভে রফিকের বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। রফিকের বাসা থেকে বেরিয়ে আম্বিয়া তার খালাত বোন জামিলার বাসায় গিয়ে ওঠে। মিরপুরে পূরবী সিনেমা হলের পেছনে ছিল জামিলার বাসা। জামিলা তখন তাকে বোঝায়,

যদি তার নিজের কোনো অবলম্বন থাকত তবে আজকে এই অবস্থা তৈরি হতো না। তাই আম্বিয়াকে কিছু একটা করতে হবে।

আম্বিয়া তখন খিলক্ষেত মোড়ে একটা ফ্লাস্কে করে চা বিক্রি শুরু করে। এই জায়গাটা জামিলা ঠিক করে দেয়। সাথে সাহসও দেয়। আম্বিয়াকে চা বিক্রি করতে দেখে লোকজন অনেক কথা বলত। আম্বিয়া মুখ বুজে সব সহ্য করত, কিছুই বলত না। কারণ নিজের পায়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে। ধীরে ধীরে আম্বিয়া এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। কটুকথা বলার লোকদের মুখও বন্ধ হয়ে যায়।

চা বিক্রির লভ্যাংশ জমিয়ে আম্বিয়া ঘুরে দাঁড়ায়। এখন আম্বিয়া স্বাবলম্বী। আম্বিয়ার মতো অনেকেই এখন স্বাবলম্বী। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো বলতে হয়–

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা॥

৪.

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডাব্লিউইএফ) 'বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য প্রতিবেদন ২০১৮' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেই প্রতিবেদনে জানা যায়, লিঙ্গসমতা বা নারী-পুরুষের সমতার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে টানা চতুর্থবারের মতো সবার ওপরে রয়েছে বাংলাদেশ।

১৪৯টি দেশের নারী-পুরুষের সমতার চিত্র নিয়ে তৈরি করা ডাব্লিউইএফ এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত এক যুগে নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্রে বেশ ভালো উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। ১৪৯ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৮তম, যেখানে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম। নারী-পুরুষ সমতায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলো বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের পরে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, অবস্থান ১০০তম। নেপাল ১০৫, ভারত ১০৮, মালদ্বীপ ১১৩, ভুটান ১২২ ও পাকিস্তান ১৪৮তম অবস্থানে রয়েছে। র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ দশে রয়েছে আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নিকারাগুয়া, রুয়ান্ডা, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, আয়ারল্যান্ড ও নামিবিয়া।

বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সূচকে। এই সূচকে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসব দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সবচেয়ে বেশি হয়েছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ৮০তম এবং নারী মন্ত্রীর সংখ্যার দিক থেকে ১২৬তম।

নারী-পুরুষ সমতা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতায়নেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েশিশুদের একইসাথে বিদ্যালয়ে ভর্তি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েশিক্ষার্থীদের সমতাও উল্লেখ্যযোগ্য। তবে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগের দিক থেকে বাংলাদেশে নারী-পুরুষের সমতা কিছুটা ক্ষীণ হলেও নারীদের নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার পরিমাণ বেড়েছে।

বাংলাদেশের নারীনেত্রী এবং মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, 'বিচার, পেশা, মজুরি এবং নিজের ঘরে নারী অসাম্যের শিকার। এটা দূর করার জন্য রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে সবার আগে। নারীরা আগের চেয়ে এগিয়েছে, সমতার বিচারের অসাম্য দূর হচ্ছে।'

৫.

নারীকে সার্বিকভাবে সঠিক শিক্ষা, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ এবং অবাধ বিচরণের সুযোগ দিলে তার ক্ষমতায়নের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সার্বিকভাবে কাজ করছে। এই কর্মধারা চলমান থাকলে লিঙ্গসমতা বা নারী-পুরুষের সমতার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবে। কবির ভাষায় বলতে হয়,

> জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নী!
> পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
> জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
> মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
> চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥

উপর্যুক্ত মাঠ পর্যায়ের পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার দিক থেকে নারীদের শক্ত অবস্থান ক্রমশ লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। এই অবস্থা চলমান থাকলে এবং এই অবস্থান অক্ষুণ্ন থাকলে নারীর প্রতি সহিংসতা যেমন কমবে, তেমনি নারী সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। সেই সুদিনের অপেক্ষায় আমরা সবাই।

বিনয় দত্ত কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। benoydutta.writer@gmail.com